রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৩০, ২০২৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯২-আইন/২০২৩।—বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৪৮, ধারা ৬৭ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা একচ্যুয়ারির যোগ্যতা ও দায়িত্ব প্রবিধানমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়, "একচ্যুয়ারি (Actuary)" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত একচ্যুয়ারি।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **একচ্যুয়ারির যোগ্যতা**।—নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ একচ্যুয়ারি হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) ইন্সটিটিউট এ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অব একচ্যুয়ারিজ, স্কটল্যান্ড এর ফেলো; বা

(খ) সোসাইটি অব একচ্যুয়ারিজ, যুক্তরাষ্ট্র এর ফেলো; বা

(গ) একচ্যুয়ারিজ ইন্সটিটিউট, অস্ট্রেলিয়া এর ফেলো; বা

(ঘ) ইন্সটিটিউট অব একচ্যুয়ারিজ অব ইন্ডিয়া এর ফেলো; বা

(ঙ) ইন্টারন্যাশনাল একচুয়ারিয়াল এসোসিয়েশন (আইএএ) এর পূর্ণ সদস্যভুক্ত পেশাগত একচ্যুয়ারিয়াল সংস্থার ফেলো; বা

(চ) সংশ্লিষ্ট একচ্যুয়ারিয়াল বিষয়ে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ দফা (ক) হতে (ঙ) তে উল্লিখিত যে কোনো পেশাগত একচ্যুয়ারিয়াল সংস্থার এসোসিয়েট:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি একচ্যুয়ারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **একচ্যুয়ারির দায়িত্ব, ইত্যাদি**।—(১) একচ্যুয়ারির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বীমাকারীর ব্যবস্থাপনায়, বিশেষতঃ পরিকল্প প্রণয়ন, প্রিমিয়াম আয়, বীমাচুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ, বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও পুন:বীমা ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিয়াল সেবা ও পরামর্শ প্রদান;

(খ) বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪৩ এর অধীন নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিন এর পরিমাণ ও পদ্ধতি নিরূপণ, এতদ্‌সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে পরামর্শ প্রদান;

(গ) অনুত্তীর্ণ ঝুঁকির জন্য সঞ্চিতি (Reserve for unexpired risk) সমূহের পর্যাপ্ততা নিরূপণ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাবলি পরিপালনে বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা পর্ষদকে পরামর্শ বা সহায়তা প্রদান;

(ঙ) প্রত্যেক বৎসরে অন্ততঃ একবার দায়ের মূল্যায়নসহ বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান পরিচালনা;

(চ) ইস্যুকৃত যে কোনো পরিকল্পের হার, সুবিধা ও শর্ত সংক্রান্ত প্রত্যয়ন এবং উক্ত হার এর কোনো পরিবর্তন প্রত্যয়ন;

(ছ) দায়ের মূল্যায়ন ও অংশগ্রহণকারী পলিসি গ্রাহকগণকে উদ্বৃত্ত বণ্টনের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা বিবেচনা করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিতকরণ;

(জ) বীমা পলিসিগ্রাহক এবং অন্যান্য অংশীজন (Stakeholders) এর স্বার্থ বা বীমাকারীর জন্য ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এইরূপ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ;

(ঝ) বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩০ এর অধীন প্রণীত একচ্যুয়ারিয়াল প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসার যেই পর্ষদ সভায় উপস্থাপিত হইবে সেই পর্ষদ সভায় নিয়োগকৃত একচ্যুয়ারির যোগদান;

(ঞ) পরিচালনা পর্ষদকে একচ্যুয়ারি প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসারসহ বীমাকারীর সলভেন্সি মার্জিন, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, বিনিয়োগ আয়, ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপালনের স্বার্থে বীমাকারীর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকা যাবতীয় তথ্য, হিসাব ও হিসাবের বহি বা দলিলাদিতে একচ্যুয়ারির প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং বীমাকারীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য, হিসাব ও হিসাবের বহি বা দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd